Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ জানুয়ারি, ২০২১

৪৪ বর্ষ ২ সংখ্যা ১১ জানুয়ারি, ২০২১, সোমবার, ২৬ পৌষ, ১৪২৭

বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করলেন পবিত্র সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি : বর্ধমানবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করলেন বিদ্যাসাগর জন্ম দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি। স্টেশন সংলগ্ন গুডশেড রোডের কাছে জাগরী হলের সামনে পথপ্রদর্শক বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার। উদ্বোধন করে অধ্যাপক সরকার জাগরী সভাগৃহের অনুষ্ঠানে বলেন, শিক্ষার বিস্তারে এবং ড্রপ আউট রোধে সরকার ব্যর্থ। দেশজুড়ে শিক্ষায় ধ্বস নেমেছে। এই ধ্বসকে রুখতে আবার আমাদের বিদ্যাসাগরে ফিরে যেতে হবে। তাই উদ্‌যাপন কমিটির গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে শিক্ষার মান ও বিস্তারে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের।

বিশেষ অতিথির ভাষনে প্রাক্তন জেলাশাসক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত প্রধান সচিব ডঃ সুব্রত গুপ্ত বলেন, অভিভাবক ও ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে আলোচনা করে সঠিক দিশা বার করুন। দ্যুতিময় বিদ্যাসাগরের জন্য আমাদের ভাষা উচ্চস্তরে পৌঁছেছে।

উদ্‌যাপন কমিটির কার্যকরী

—এরপর চারের পাতায়

গণসংগ্রহেও ব্যাপক সাড়া পড়েছে জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ জানুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি ৩-১০ জানুয়ারি গণঅর্থসংগ্রহ সপ্তাহের ডাক দিয়েছিল। অর্থসংগ্রহের জন্য জেলার প্রত্যেকটি এলাকায় সিপিআই(এম) কর্মী এবং নেতৃবৃন্দ পৌঁছেছেন মানুষের দৌরগোড়ায়। তেমনি সাড়াও পাওয়া গেছে ব্যাপক। সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, আভাস রায়চৌধুরী থেকে শুরু করে জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক পর্যন্ত সামিল হয়েছিলেন এই গণসংগ্রহ অভিযানে। জেলার সর্বস্তরের নেতারা তো ছিলেনই।

ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল কালনা-১ ব্লকের সন্ত্রাস-কবলিত বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর বেগপুর পঞ্চায়েতে লাল ঝাণ্ডা তোলার হুকুম ছিল না। জাঠায় সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া মেলে। তারপরেই এই এলাকায় বিশেষ অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নামা হয়। ৮ জানুয়ারি বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর পাথরডাঙ্গা বেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারের থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন—সারা ভারত মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, সুকুল সিকদার, আলিম শেখ প্রমুখ। সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে উদার হস্তে অর্থ দান করেন।

আউসগ্রামের গোপীনাথবাটী গ্রামের দিনমজুর বাবুরাম আঁকুড়ে সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিকের হাতে ৫০ টাকা তুলে দিয়ে বলেন, আমরা আছি লাল ঝাণ্ডার পাশেই। বর্ধমান শহরের দুটি এরিয়া কমিটির উদ্যোগেই অর্থসংগ্রহ অভিযান চলেছে। ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে প্রতিটি এলাকাতেই। ২৫ নং ওয়ার্ডের জলকল এলাকায় অর্থ সংগ্রহে উপস্থিত ছিলেন আভাস রায়চৌধুরী। ২৮ নং ওয়ার্ড এলাকায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার। কর্মীরা বলছেন অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে এই গণসংগ্রহ অভিযানে।

মন্তেশ্বরে ধান ফেলে অবরোধ ও সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ৮ জানুয়ারি : সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা ও ফড়েরাজ বন্ধ করার দাবিতে রাস্তায় ধান ফেলে অবরোধ করা হয়। সারা ভারত কৃষক সভার মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মন্তেশ্বরের ভাগড়া ও পুঁটশুড়ি বাজারে এই কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। সড়ক অবরোধকালীন পথসভায় বক্তব্য রাখেন—ওসমান গনি সরকার, স্বরূপ ঘোষ, বরুণ দত্ত প্রমুখ। যে নীতি কৃষক, খেতমজুর, বেকারের সহায়ক হয়ে উঠবে, সেই নীতি একমাত্র বামপন্থীরাই আনতে পারে। দিল্লীর কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিচ্ছে বামপন্থীরাই পারে মানুষের শোষণমুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে। আর এই আন্দোলনে সকলকে সামিল হতে হবে।

তৃণমূলের হুমকি অগ্রাহ্য করে ৬ জানুয়ারি মন্তেশ্বরে সভা করেন সিপিআইএম কর্মীরা। সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন কৃষি আইন বাতিল ও দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সংহতিতে সভা ডাকা হয় ময়নামপুর গ্রামে। সভা শুরু হওয়ার আগে জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা ধলু ডাক্তার এসে সভা বন্ধ করার হুমকি দেন। সিপিআই(এম) কর্মীরা সেই হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। স্থানীয় কয়েকজন নেতা বক্তব্য রাখলেও এদিন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জি। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার।

গ্রামে গ্রামে জাঠা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : দিল্লির কৃষক আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ৬ জানুয়ারি কালনায় দুটি জাঠা সংগঠিত হয়। পাশাপাশি কৃষক ও খেতমজুরদের বিভিন্ন দাবি নিয়েও সরব হয় জাঠা দুটি। দাবিগুলো হলো—কৃষি বিল বাতিল, কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়, এম জি এন আর জি এর কাজ ২০০ দিন এবং দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা, দ্রব্যমূল্য কমানো। সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির জাঠা শুরু হয় হাতিপোতা গ্রাম থেকে। নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা শেষে খরিনান গ্রামে শেষ হয়। বিভিন্ন গ্রামে পথসভায় বক্তব্য রাখেন—সুকুল সিকদার, সাহাবুল শেখ, আতাবুল শেখ, উত্তম বাগ, সামাদ মল্লিক, মহাদেব রাজবংশী প্রমুখ। অন্যদিকে সারা ভারত কৃষক সভা ও খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গা ও কাজীপাড়া গ্রামে জাঠা হয়। পথসভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অশোক ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ সরেন প্রমুখ।

গুসকরা শহরের ৫টি ওয়ার্ডে ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এই জ্যাঠা পথ পরিক্রমা করে। এলাকার মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোদি সরকারের কৃষক-মারা নীতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এই যাত্রায় সামিল হয়েছিলেন বহু শ্রমজীবী মহিলা। জাঠা উদ্বোধন করেন আলমগীর মণ্ডল।

পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ জানুয়ারি : পূর্বস্থলী-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মরত কর্মচারীরা ৮ জানুয়ারি স্মারকলিপি দেন। তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার অভিযোগ তুলে এদিন পূর্বস্থলী-২ বিডিও দপ্তরের সামনে জমায়েত হন। তারা বলেন—পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকে সন্দীপ ব্যানার্জি নামের এক কর্মচারী মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। একই অবস্থা চলছে প্রায় প্রতিটি ব্লকেই। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেই নির্দেশ মানতে গিয়ে ভুল হলে অধঃস্তন কর্মচারীর উপর সব দোষ চাপানো হচ্ছে। স্বল্প বেতনের ঠিকা কর্মচারীদের উপর বিশাল কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে। বিকাল সাড়ে ৫টার পরেও কর্মচারীদের অফিসে কাজ করানো হচ্ছে। দিবা রাত্র মোবাইল বা হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পরক্ষণেই কাজ শেষ করার খতিয়ান চাওয়া হচ্ছে। এতে কর্মচারীদের পরিবারে শান্তি নষ্ট হচ্ছে। এইসব বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধানে পূর্বস্থলী-২ ভিডিও মারফত পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসককে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এদিন কর্মচারীরা বলেন—দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে পা বাড়াবেন।

মাটির কটোরা শিল্পীরা গভীর সংকটে দিন যাপন করছেন

কিশোর মাকর : চায়ে পে চর্চা। চায়ের কাপে তুফান তুলছে রাজনীতির লোকেরা। সকালে মাটির ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মৌজ করে চলছে জোর বিতর্ক। তারপর চা খেয়ে ভাঁড় ফেলে দেওয়া। ব্যাস। অথচ কেউ একবার খবর রাখেন না এই পরিবেশ বান্ধব মাটির ভাঁড় শিল্পীরা কেমন আছেন? শিল্পী বলে এদের স্বীকৃতি নেই। নেই কোনো ভাতা। কাদা থেকে পাক ঘুরিয়ে কটোরা, তারপর গনগন আঁচে পুরে লাল হলেও আর্থিক হাল আর ফেরে না সাত জনের সংসার প্রদীপ প্রজাপতির। চার প্রজন্মে চলা মাটির ভাঁড় চাহিদা হারাচ্ছে। জায়গা নিচ্ছে পরিবেশ দূষণের প্লাস্টিক, কাগজের কাপ। কোনো বিকল্প কর্ম সংস্থান না থাকার কারণে বাবার শিক্ষা কাজে লাগিয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসার চালিয়ে যাচ্ছি জানালেন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা শ্রীমা প্রজাপতি। করোনাকালে লকডাউনে রেশন আর ভাইপোর কাজ করা কিছু জমানো টাকায় কোনোমতে বেঁচে ছিলাম। গোলাপবাগের ক্ষুদিরাম পল্লীতে ১২/১২ ফুট টালির চাল আর দালানের মুখ দেখেনি। ১৯৭০ সালে দাদু লালচাঁদ প্রজাপতি বর্ধমানে আসেন। তিনি শুরু করেন পরম্পরার ব্যবসা। তৎকালীন মাটির ভাঁড়ের চাহিদা ছিলো

আকাশছোঁয়া। দু'পয়সা লাভের মুখ দেখেছে

তারপর দাদু মারা যাওয়ার পর বাবা রাজকুমার প্রজাপতি হাল ধরেন। এখান থেকেই আমার ভাইপো স্নাতক, আমি উচ্চমাধ্যমিক সহ সকলেই লেখাপড়া শিখেছি। অভাবের মধ্যেও সংসারে ভালোই কেটেছে। এখন কাঁচামালের দাম যেভাবে বেড়েছে সেভাবে ভাঁড়ের দাম বাড়েনি। চাহিদা কম থাকায় দাম বাড়ানো যাচ্ছে না। সবসময় সূর্যিমামার দিকে তাকিয়ে থাকি। আবহাওয়ার ভ্রুকুটি আমাদের বুক কাঁপায়। বসতবাটি ছাড়া জায়গার সংকুলানের অভাবে উৎপাদিত সামগ্রী শুকানো বড় সমস্যা। তবে হ্যাঁ হাড়ভাঙা খাটুনি, লাভ কম এ শিল্প এখানেই শেষ। বাবার পর দাদা ধরে রেখেছে। নতুন প্রজন্ম আর এমুখো হবে না। এক নিশ্বাসে বলে চলেছেন শ্রীমা। থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বাড়ির সকলেই। কী হবে? বলে লাভ কী? আমরা বাড়ি করার টাকা পাব না। না বৃদ্ধভাতা, না কোনো সরকারি সাহায্য। অপরাধ বিহার থেকে আসা। বাঙালির সংস্কৃতির সবকিছু আমরা গ্রহণ করেছি তবুও অবাঙালির তকমা দিয়ে সবকিছু থেকে ব্রাত্য থেকেই গেলাম।

নতুন চিঠি

১১ জানুয়ারি, ২০২১

বড়ভাই ছোটভাই

তথাকথিত গণতন্ত্রের পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাছোড়বান্দা ক্ষমতালিপ্সুর সমর্থকদের তাণ্ডবে বিশ্বের দরবারে এটাই প্রমাণ করল যে আদর্শ নয়, নীতি নয়, এমনকী শাসকরক্ষক আইন-আদালত নয়, ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছে পেশিশক্তিই শেষ কথা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে হার হয় বর্ণবিদ্বেষী, লিঙ্গ অসাম্যবাদী, উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বেশরম পৃষ্ঠপোষক ডোনাল্ড ট্রাম্পের। নিয়ম অনুযায়ী আইনসভার যৌথ অধিবেশনে ইলেকটোরাল কলেজের রায়কে বৈধতা দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। ট্রাম্প প্রথম থেকেই পরাজয় মানতে চাননি। মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আদালতে গেছেন, আদালত অভিযোগকে পাত্তা দেয়নি। তারপর একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটানোর জন্য সমর্থকদের ক্রমাগত উসকে গেছেন। ফলে ৬ তারিখের অধিবেশন বানচাল করতে ট্রাম্প সমর্থকরা অসহায় নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণ করে মর্যাদাপূর্ণ ক্যাপিটলে হাঙ্গামা করে সভা বানচাল করার উন্মত্ত প্রয়াস চালায়। দেশব্যাপী প্রতিবাদ, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সমালোচনার ঝড় দেখে উপরাষ্ট্রপতি—পরিস্থিতি সামলাতে মাঠে নামে। বেগতিক দেখে ট্রাম্পের সমর্থক একদল বৃহৎ পুঁজিপতি তাঁর পাশ থেকে সরে যায়, ফেসবুক তাঁর পোস্ট ব্লক করে দেয়, তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলও তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়। অধিবেশন বাইডেনের জয়কে বৈধতা দেওয়ার পর ট্রাম্পকে ঢোক গিলে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

আগাগোড়া নাটকীয় এ ঘটনা থেকে যেটা জলের মতো স্পষ্ট তা হল দক্ষিণপন্থী উগ্রবাদীরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও মানুষের রায়ের প্রতি তারা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল নয়। বামপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের ভিলেন না বানিয়ে যারা জলস্পর্শ করে না, তারা আয়নায় নিজেদের মুখটা দেখে নিলে বুঝতে পারবে গণতন্ত্রের কথা বলা আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে মর্যাদা দেওয়া এক জিনিস নয়।

এই ট্রাম্পের জাতভাই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী সম্পর্কেও উৎকট, অসহিষ্ণু, বিরোধীশূন্য রাজনীতি চর্চার কথাটা সমানভাবে খাটে। কথায় আছে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। ট্রাম্পের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাউডি মোদী মেগা শো প্লান হবার আগেই গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য আয়োজিত হল 'নমস্তে ট্রাম্প'। তাঁর গুরুকে তুষ্ট করতে মোদী টুইট করলেন 'it is an honour that he will be with us tomorrow'। একই রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই যে Potus আর NAMO-র এই পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু স্বৈরাচারী শুধু নিজের ক্ষমতা নিয়েই মত্ত থাকতে চায়। তাই ভারত থেকে ফিরে করোনার সমস্যায় নাজেহাল ট্রম্প হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট রপ্তানির ওপর ভারতীয় নিষেধাজ্ঞা না তুললে 'প্রতিশোধ' (retaliation) নেবার হুঙ্কার দেন, আর ৫৬ ইঞ্চি ছাতি এক আওয়াজে চুপসে যায়। কাশ্মীরে বিরোধী নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা থেকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে ইউ.এ.পি.এ প্রয়োগের একাধিক ঘটনা, জে.এন.ইউ. থেকে ভীম কোরেগাঁও রাষ্ট্রীয় দমননীতির অপ-প্রয়োগ প্রমাণ করে যে তাঁর বড়ভাই ট্রাম্পের মতোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি মোদীজির বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু স্বৈরাচার কখনো শেষ কথা বলে না। বড়ভাইকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়েছে, কবে এদেশের সম্মিলিত শুভশক্তি ছোটভাইকে ক্রিজ ছাড়তে বাধ্য করে সেটারই প্রতীক্ষায় থাকবে দেশ।

করোনাক্রান্ত ভারতীয় কাজের বাজার : একটি প্রতিবেদন

শান্তনু কুমার ঘোষ

করোনা অতিমারি মানুষের জীবনকে যে সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে ফেলেছে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সমগ্র বিশ্ব এখন তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ ও তার থেকে উত্তরণের উপায় আনুসন্ধানে ব্যস্ত। অন্তর্বর্তীকালীন বিশ্লেষণলব্ধ তথ্য এবং সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রায় সমস্ত আর্থিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন সমাজের যে অংশগুলি সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরা হলেন দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তথা দোকানদার, হকার, রিক্সাওয়ালাসহ আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অন্যান্য অসংখ্য মানুষ। সেই সঙ্গে অপরিসীম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে শ্রমের বাজারে থমকে দাঁড়ানো অগণিত যুবক যুবতী। তাই ভারতের কাজের বাজার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবিষয়ে আলোচনা করা ও তার থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি তথ্য (বিশ্বব্যাঙ্ক, Structure of population– labour force and employment, নামক তথ্য ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত) মনে হয় জেনে রাখা ভালো। যদি উত্তর আমেরিকা, চিন এবং ভারতের মধ্যে তুলনা করি তবে চিত্রটা এরকম হয় — মোট জনসংখ্যার নিরিখে কর্মে নিযুক্ত মানুষের হিসাব (শতাংশে)ঃ ভারত-৩৩.৭ (১৫-৬৪ বৎসর বয়সী কর্মক্ষম ৬৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে ৫১.৯৫ শতাংশ সক্রিয়), আমেরিকা-৪৫ এবং চিন-৫২। আবার ভারতের ক্ষেত্রে মোট নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ৪৭.৯৭ শতাংশ হয় স্বনিযুক্ত না হয় বেগার শ্রমিক। অর্থাৎ খুব বেশি হলে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬-১৭ শতাংশ (চিন-৩৩.৪৪ ও আমেরিকা- ৪২.৫৭) মজুরি বা বেতন বাবদ আয় করে। সুতরাং ভারতের কাজের বাজার বেতনভুক কর্মচারী সংখ্যার নিরিখে সাধারণ অবস্থাতেও যথেষ্ট ভালো নয়। মনে রাখতে হবে যে কর্মক্ষম নয় এমন মানুষ ও কর্মহীন মানুষ সম্মিলিতভাবে মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশেরও বেশি (সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৭৪ শতাংশ মানুষ এই পর্যায় ভুক্ত)। এমতাবস্থায়, কর্মহীন দিবস বৃদ্ধি সামগ্রিক বেকারত্বকে কম বেশি ৮০ শতাংশে পৌঁছে দেবে যা ভারতের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে খুবই দুশ্চিন্তার। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি এবং তা হল এই যে দক্ষিণ এশিয়ার মোট যুবশক্তির প্রায় ১৯ শতাংশ বেকার।

কৃষিক্ষেত্র (৪৩ শতাংশ) ছাড়া কাজের সুযোগ হল শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে (৪৯ শতাংশ)। আমাদের আলোচনা এরই মধ্যে সীমিত থাকবে। আই এল ও-র তথ্য আনুসারে, করোনাকালে (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ২০২০) শিল্পোৎপাদনের নিরিখে জি-২০ দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হল ভারত (-৬০ শতাংশ)। এই সংস্থার অন্য একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত আছে এমন ব্যবসা মোট শ্রমশক্তির ৭৬-এর অন্ন সংস্থান করে। সুতরাং ৬৩ উৎপাদন হ্রাস এই ৭৬ মানুষের কম পক্ষে তিন মাসের উপার্জন বহুলাংশে হ্রাস করেছে এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। এই তিন মাস ছাড়া পরবর্তী কালেও ব্যবসা আংশিক ভাবে বন্ধ থেকেছে, সেই হিসাব ধরলে ক্ষতির পরিমাণ যে আরও বেশি হবে একথা বলাই বাহুল্য। এই ৭৬ শ্রমশক্তি ব্যবসায়ের বিভিন্নক্ষেত্রে নিযুক্ত; যেমন (শতাংশের হিসাবে) আবাসন ও খাদ্য-২, কারখানা শ্রমিক-১২, পাইকারি ও খুচরা কারবার-২, আবাসন ও নির্মাণ-১৪, শিল্প ও বিনোদন-৩, অর্থ,বীমা ও পরিবহন-৭। এর মধ্যে প্রথম চারটি ক্ষেত্র সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও আই এল ও। এদেরই হিসাব আনুসারে এই মহাদেশে করনাকালে কাজের ক্ষতির পরিমাণ ১১ কোটি পূর্ণ সময়ের চাকরির সমান। ২০১৯ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে গড়ে ২৩ ও ৩১ শতাংশ ভারতীয় যুবক যুবতী কাজ হারিয়েছে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে শ্রীলংকা ও মঙ্গোলিয়া ছাড়া আর কোনও দেশ এর কাছাকাছি নেই। কৃষিক্ষেত্র সহ এই ক্ষেত্রগুলিতে যুবশক্তির প্রায় ৭৭.৩ শতাংশ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে দশজন বা তার কম কর্মী বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হল ২৪.৫ কোটি। এরমধ্যে ১৬.৪ কোটি স্ব-নিযুক্ত এবং ৮.১ কোটি হল ঠিকা শ্রমিক। স্বাভাবিক কারণে এই অংশের মানুষের কমপক্ষে তিন মাসের আয় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে।

এমন সীমাহীন দুর্দশাগ্রস্থ আর্থিক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় হল একটি সুসংবদ্ধ আর্থিক পরিকল্পনার সার্থক রুপায়ণ। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও আই এল ও প্রস্তাবিত পথ এবিষয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এই প্রতিবেদন অনুসারে পাঁচটি মূল কাজ হলঃ ১) অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত

—এরপর চারের পাতায়

Serial No.	Knowledge Indicators	Score (Global average), [Highest score] Rank	New Job Opportunities up to 2022 (% increase).	Skills in select clusters & priorities in learning	
				Care economy, skills	Marketing, Sales & Content
1	Pre-University	49.9(58)[78.5], 105	Care economy (37)	Medical billing & coding	Digital marketing
2	Technical &Vocational Training	55.7 (50.8) [92.3] , 38	Marketing & sales (17)	Tele-communications	Search engine optimization
3	Higher Education	38.9 (40.3) [68.6], 70	Data & AI (16)	Clinical Informatics	Strategy of content marketing
4	Research, Development and Innovation	27.3 (26) [65.7], 44	Eng. & Cloud computing (12)	Operating systems	Viral marketing etc.
5	Information & Communication Technology	52.1 (53.8) [86.5], 76	People & Culture (8)	Social media	Science of well-being
6	Economy	40.5 (42.7) [76.6], 75	Green Economy (1.6)	Auditing	
7	General Enabling Environment	47.5 (59.9) [89.3], 113		Graphic visual design	

আনলক হোক ক্যাম্পাস

অনির্বাণ রায় চৌধুরী

প্রায় ১০ মাসের বেশি সময় হল আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ। হাতেগোনা কিছু বেসরকারি কলেজ নতুনভাবে খোলার সিদ্ধান্ত নিলেও আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় আবার কবে থেকে চালু করবে তার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি আমি যখন এই লেখাটা লিখছি তখনও পর্যন্ত। একটা অপরিকল্পিত লকডাউনের একাধিক সারপ্রাইজের মতন ড্রইংরুমে কোয়ারেন্টাইন আড্ডার এক বিষয় হলো অনির্দিষ্ট কালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের খবর। রাতারাতি সরকারি ঘোষণার সিলমোহর দিয়ে বন্ধ হলো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু কীভাবে চলবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা তা নিয়ে কোনো বিকল্প পদ্ধতি বা পরিকল্পনার ঘোষণা করা হল না সরকারের পক্ষ থেকে। বন্ধ হল ক্লাস, বন্ধ হল হোস্টেল। দূরদূরান্ত থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিনরাজ্যে পড়তে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হলো অসুবিধার মধ্যে। যাদের সুযোগ হল তারা ফিরে গেল বাড়ি, বহু ছাত্র-ছাত্রী আটকে থাকলো হোস্টেলের অনিশ্চিত জীবনে। যানবাহন আর সঠিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাবের মধ্য দিয়ে এক দুশ্চিন্তার জীবন অতিবাহিত করতে হলো বহু ছাত্র-ছাত্রীদের।

দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও দেশের সরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য কোন বিকল্প পন্থার ব্যাবস্থা করতে পারল না। একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারাবাহিক পড়াশোনা ব্যাহত হয়ে ছাত্রদের অভ্যাস বদলে গিয়ে দিন কাটতে শুরু করলো বাড়িতে বসে, প্যানডেমিক ভ্যাকেশনে অবসর কাটিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আর অন্যদিকে একদল প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ তাদের বিকল্প পড়াশোনার দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করল জেএনইউ এর বন্ধ লাইব্রেরির করিডোর হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের পাশের ৪ নম্বর গেট থেকে বর্ধমান শহরের রাজবাটি ক্যাম্পাস-সম্মুখে, উচ্চারিত কণ্ঠগুলো পড়াশোনার দাবি জানাতে শুরু করলো। অবশেষে টনক নড়লো। সরকার - শিক্ষাদপ্তরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল বিকল্প পড়াশোনার কথা, অনলাইন ক্লাস। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ, যেখানে শহরাঞ্চলে ২৩.৪ শতাংশ ও গ্রামে ৪.৪ শতাংশ মানুষের কাছে কম্পিউটার আছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন শহরের ৩৭ শতাংশ ও গ্রামের ২৩ শতাংশ মানুষ, দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে সঠিক গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থা নেই, সেখানে অগ্রিম পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা ছাড়া এই অনলাইন ক্লাসকে বিকল্প পড়াশোনার একমাত্র পন্থা ও আবশ্যিক করা ছিল শুধু অবাস্তবই নয়, তার পাশাপাশি এই পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের ২৫ কোটি ছাত্র-ছাত্রীদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তার ফলাফল আমরা লক্ষ করলাম দেশের বৃহৎ অংশের ছাত্রছাত্রীরা এই অনলাইন ক্লাসের অংশীদারই করতে পারল না নিজেদের। শিক্ষাঙ্গনে জন্ম নিল নতুন একটা শব্দ, তা হল ডিজিটাল ডিভাইডেশন। বড়লোকের ছেলে এসি ঘরে বসে ল্যাপটপের ব্রডব্যান্ড কানেকশনে সচ্ছন্দে করল ক্লাস আর ভ্যানচালক দিনমজুর ঘরের ছেলে ইন্টারনেট প্রযুক্তি না থাকার ফলে গুমড়ে খুন করল তার উচ্চশিক্ষিত হবার স্বপ্নকে, গ্রাম মফঃস্বলে বাড়তে শুরু করল ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপআউটের সংখ্যা, বন্ধ থাকলো ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি শিক্ষারসহ সমস্ত হাতে-কলমে শিক্ষার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস।

একদিকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের তালা বন্ধ থাকল আর অন্যদিকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ২৫ মার্চ থেকে চালু হওয়া অপরিকল্পিত লকডাউনে আইটি অফিস বা ডেলিভারি বয়ের কাজ করা যে অভিভাবকের ৩০ শতাংশ মাইনে কমেছে সেই অভিভাবক থেকে শুরু করে কারখানায় কাজ করা রোজ মাইনের কাজহারা ঠিকাশ্রমিক, ভ্যানচালক সকলের কাছ থেকে ক্লাস না করিয়েই চাওয়া হতে লাগল বলপূর্বক কোসফি-এর টাকা। অপারগ বহু অভিভাবকই ছেলের পড়াশুনার উপকরণ এন্ড্রয়েড ফোন বা কোর্সফি না দিতে পেরে বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। শুধুমাত্র ডিজিটালডিভাইডেশনের শিকার হয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দিতে পারল না তার পরীক্ষা। প্রাথমিক স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা ২৫ মার্চের পর থেকে পায়নি কোনো সরকারি সহায়তায় পড়াশোনার সুযোগ। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের নির্ধারিত

—এরপর চারের পাতায়

শিক্ষা ও পরীক্ষা

এই দেশ ও প্যানডেমিক—ডিজিটাল এডুকেশন এবং ছাত্রসমাজ

অতনু ঘোষ

রোজ দেরি করে ক্লাসে আসা ছেলেটির নাম ছিলো অমলকান্তি। মাস্টারমশাই যখন ব্ল্যাকবোর্ডের উপর ইউরোপীয় ইতিহাস পড়াতেন, অমলকান্তি একদম লাস্ট বেঞ্চে বসে জানালার ফাঁক দিয়ে অমলিন দৃষ্টিতে জামরুল গাছের উপর রোদ্দুরের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে একসময় নিজেও রোদ্দুর হয়ে যেতে চাইতো। রবীন্দ্র-ভাবনার শিক্ষাব্যবস্থাকে সরিয়ে পাশ্চাত্য ভাবনার শিক্ষাব্যবস্থা অথবা শিক্ষা-কাঠামোর উপর যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি ক্লাসরুমের চেহারাকে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে বোধহয় এমনই চেহারা তৈরি হয়। লাস্ট বেঞ্চে বসে একদিকে অমলকান্তিরা যেমন ক্লাসরুম, স্কুলের প্রাচীর ডিঙিয়ে ছুটে যায় দিগন্তের মাঠে, আম আর জামরুলের ডালে, অন্যদিকে এক শ্রেণী সিলেবাসের পাতা উলটে প্রথম বেঞ্চে বসে মাস্টারমশাই-এর ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা নোট তোতাপাখির মতো গিলে গিলে, পরীক্ষার খাতায় বমি করে ৮০ শতাংশ, ৯০ শতাংশ নাম্বার অর্জন করে, নিজেদের সফলতা প্রমাণ করতে চায়। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক এই তোতাপাখি-স্বরূপ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে, তিনি এই ইউরোপীয় কালচারের জেরক্স মেশিন বানানো শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর তরে এক পাঠশালা বানাতে চেয়েছিলেন। যে শিক্ষায় বাধ্যবধকতা নেই, কিন্তু প্রাণের তাগিদ আছে। যে শিক্ষা সম্প্রসারিত হতো খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির কোলে, যেখানে তিনি যান্ত্রিকতার থেকে স্বনির্ভরতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি বিশ্বভারতী সেই শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম নিদর্শন হয়ে এতদিন অব্দি ছিলো, হ্যাঁ 'ছিলো'। এখন আর নেই, বিশ্বভারতীও রেহাই পায়নি সেই ইউরোপীয় পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার কবল থেকে। এখন সেখানেও ঝাঁ-চকচকে বড় বড় শ্বেত-পাথরের শিক্ষামহল, ক্লাসরুম হয়েছে। সেখানেও এসেছে ডিজিটালাইজেশন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অনলাইন ক্লাসের মতো সর্বগ্রাসী প্রভাব।

ইউরোপীয় কালচারের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা ত্রুটিপূর্ণ, কতখানি মানব কল্যাণে সমৃদ্ধ অথবা রবীন্দ্রভাবনার দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাব্যবস্থা কতখানি ত্রুটিপূর্ণ—এই সমস্ত বিতর্কে না জড়িয়েও, এটা হলফ করে বলতে পারা যায়—যে শিক্ষাব্যবস্থা খোলা আকাশের নিচে, সবুজ প্রকৃতির কোলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গুরু ও শিষ্যের আত্মার আত্মচেতনা থেকে নেহাতই শেখার তাগিদে মেলবন্ধন ঘটায়, সেই শিক্ষাব্যবস্থা এক গভীরতম প্রাণ সঞ্চার করে সমাজে তথা মানবতায়। আর আমরা এই শিক্ষা দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি আজও দেখতে পাই আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে। আজও আমাদের বাবা-কাকারা গাঁয়ের চক্রবর্তী স্যারদের সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধায় মাথা-নত করেন আর চক্রবর্তী স্যারেরাও ৮০ বছর বয়স অব্দি মনে রেখেছেন তাঁর কোন ছাত্রটি ভালো ফুটবল খেলতো, কোন ছাত্রটি পরীক্ষার খাতায় কিচ্ছু লিখতে পারতো না। যুগ পেরিয়ে যায়, বয়স বেড়ে যায়, তবুও এই গুরু ও শিষ্যের মধ্যে শত বছর পরেও যে হৃদয়ের মেলবন্ধন আমরা দেখতে পাই, সেই মেলবন্ধন যে ওই খোলা আকাশের নিচে, প্রকৃতির বুকে শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম নিদর্শন সেটা হলফ করে বলাই যায়।

বর্তমান দিনে একদিকে গ্লোবালাইজেশন, অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশনের যুগে আমাদের আধুনিক প্রজন্ম যখন আরও উন্নততর বিদেশীয় ভাবনার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-পরিকাঠামোকে গ্রহণ করে নিচ্ছি, সেই ব্যবস্থার মেরুপথ ধরে প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নততর হতে হেঁটে চলেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে রোজকার সকালে খবরের কাগজের দিকে চোখ মেললে শরীরের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে, ছাত্রদের দ্বারা অপহৃত শিক্ষক, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রীর সাথে একাধিক বার সহবাস শিক্ষকের, ক্লাসরুমে একা পেয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে ক্লাসফ্রেন্ড, গৃহশিক্ষকের দ্বারা ধর্ষিত নবম শ্রেণির ছাত্রী। ইত্যাদি, প্রভৃতি, অপরাধ-অপরাধ আর অপরাধ। কেন এই অপরাধপ্রবণতা? কেন দিন দিন শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে অপরাধপ্রবণতা। তাহলে যান্ত্রিকতার আধুনিক এই শিক্ষাব্যবস্থায় কোথাও গিয়ে কি সেই চক্রবর্তী স্যারদের প্রকৃত শিক্ষার ঘাটতি দেখা দিচ্ছে? ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও পুঁজিসর্বস্ব ভাবনার বহরে হৃদের মেলবন্ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নগুলো থেকেই যায়.....

গত বছর মার্চ মাস থেকে গোটা পৃথিবী ভুগছে প্রকৃতির মারণ অসুখে। অস্বীকার করার জায়গা নেই সেই মারণ অসুখ গোটা বিশ্বের জনজীবনকে কার্যত ওলট-পালট করে তুলেছে। রেহাই পায়নি ভারতও। গত বছর মার্চ মাস থেকে গোটা ভারত অবরুদ্ধ, দফায় দফায় লকডাউন, প্যানডেমিক ক্রমবর্ধমান। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে সমস্ত হিসেব নিকেশ পালটে গেছে ছাত্রসমাজেরও। ক্লাস বন্ধ, স্কুল বন্ধ, হৈহল্লা বন্ধ, পরীক্ষা বন্ধ, এক দিশেহারা শিক্ষাচিত্র। আর তারই হাত ধরে শুরু হয়েছে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা। যদিও আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক বহুদিন যাবৎ শিক্ষাব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন শুরু করতে হাত ধুয়ে লেগেছেন। তাঁর মনোবাসনা হয়তো পূরণ হলো এই প্যানডেমিক পরিস্থিতিতে। সমালোচনা নয়, সাধুবাদ জানাচ্ছি এই শিক্ষাব্যবস্থাকে। কারণ আর যাই হোক শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্রোতটুকু তো বহাল রাখার চেষ্টা হয়েছে, ফার্স্ট হওয়ার ইঁদুর দৌড়টুকু তো থেমে যায়নি। ইন্টারনেট আর ফ্রন্ট ক্যামেরার ভিডিও কলে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ তো একে অপরের মুখখানি প্রতি সপ্তাহে দেখতে পাচ্ছে। নেটওয়ার্ক ডাউন হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ পর্যায়ের পদখানিতে রাধার চোখে জল দেখার আগেই ফোন সুইচ-অফ হয়ে গেলেও, ক্লাসটুকু তো হচ্ছে।

কিন্তু এই অনলাইন ক্লাসটুকুও করার সুযোগ আমাদের মতো গরিব তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ভারত কতজন ছাত্র-ছাত্রীর সৌভাগ্য হচ্ছে। মন কি বাতে মাননীয় রাষ্ট্রনায়ক আধুনিক বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে যতই গালভরা ডিজিটালাইজেশন নিয়ে ভাষণ সাজান না কেন, সেই ডিজিটালাইজেশন ভারতের সর্বোচ্চ স্তর অব্দি পৌঁছানো কি সম্ভব হয়েছে? না সম্ভব হয়নি। সমীক্ষা বলছে ভারতের বর্তমান যা অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে করে সংসার ও খিদের তাগিদে এক বিপুল সংখ্যক ছাত্রসমাজ শিক্ষাবিমুখ হয়ে ঠিকাদারি শ্রমিকে রুপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী খাদ্যাভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। শিকার হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া, কার্সিনোমার মতো মারণ অসুখে। সমাজের সেই স্তরের ছাত্র-ছাত্রী যাদের কাছে পড়াশোনা করাটাই কার্যত বিলাসিতা হয়ে উঠেছে, বই-খাতা-কলমের থেকে গরম ভাতের গন্ধ বেশী মাতাল করছে, তাদের হাতে স্মার্টফোন- ইন্টারনেট-গুগল মিট-সুসজ্জিত ফ্রন্ট ক্যামেরা কি পূর্নিমার চাঁদের মতো ঝলসানো রুটি নয়? স্মার্টফোন-ইন্টারনেটের অভাবে পরীক্ষায় বসতে পারেনি, ক্লাস করতে পারেনি, লকডাউনে ফর্ম ফিলাপের খবর পায়নি এমন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর অসংখ্য উদাহরণ এই সময়কালে নিউজ মিডিয়ায় আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে তো। কিন্তু দায় কে নেবে? এ দায় কার?

মিটিং চলবে, মিছিল চলবে, মেলা চলবে, খেলা চলবে, মোচ্ছব হবে, উৎসব হবে, শুধু ক্লাসরুমগুলো খুলবে না, স্কুলের গেটে মরচে হবে রক্ত-রঙের। বারান্দার ঝুমকোলতা ক্লাসরুমের বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে অমলকান্তিদের দেখতে পাবে না। মিড-ডে-মিলের হাঁড়িতে উঠবে না গরম ভাতের গন্ধ। এইট পিরিয়ড শেষ হলে আটটা ঘন্টা আর বাজবেন। বহুযুগ পর এখনো আলো অথবা খবরের কাগজ পৌঁছায় না যে সমস্ত গ্রামে-মহল্লায়। সেই সমস্ত গাঁ-পাড়ার গরিব সাঁওতাল-বাগদি-বাউড়ি ঘরের ছেলেগুলোও বর্তমানে মিডডে-মিলের একবেলা ভাতের আশায় স্কুলমুখী হয়েছিলো, সাদা শার্ট নীল প্যান্টে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে শিখেছিলো, তারা কেমন আছে এখন? তারা কি ভুলে গেছে—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? এই নির্লজ্জতার দায় কে নেবে?

এ দায় কাঁধে তোলার কেউ নেই আজ। শুধু আসমুদ্রহিমাচল ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ, ভাষণ আর ভাষণ। সেই ভাষণ ফিকে হয়ে যায় যদি প্রকৃত শিক্ষার আলো ছড়িয়ে না পড়ে। সেই প্রকৃত শিক্ষা তখনই বিকশিত হবে যখন ভাষণের থেকে রেশন সরবরাহ হবে নগর থেকে প্রান্তরের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি উনুনে। অভাব-অনটনই অন্যতম কারণ মানুষের ভিতরে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলার। এইযে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক টালমাটাল ভারসাম্য, একশ্রেণির হাতে সঞ্চিত যাবতীয় পুঁজি আর একশ্রেণি অপুষ্টির স্বীকার, এই টালমাটাল ভারসাম্যকে স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসতে যেমন সরকারের এক বিপুল ভূমিকা থাকে, তেমনই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা নিতে হয়। যে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আজীবন লড়ে গেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ। যে শিক্ষা যান্ত্রিকতার পুতুল না, সিলেবাসের জেরক্স মেশিনে ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা না, বরং মানুষ শিখবে হাসতে হাসতে, প্রকৃতির কোলে, আনন্দের তাগিদে, মানুষ বুঝবে জীবনের মন্ত্র, সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা ও প্রতিদিনকার জীবনসংগ্রাম। আর এই শিক্ষারই বিপুল ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে আধুনিক ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থায়। তাই ফিরে আসুক মজুমদার স্যার, চক্রবর্তী স্যারদের গাঁয়ের পাঠশালাগুলো, ক্লাসরুমগুলো চালু হোক নিজের ছন্দে, মিডডে মিলের হাঁড়িতে ভাতের গন্ধ উঠুক, ছাত্ররা জোটবদ্ধ হোক, শ্রদ্ধাশীল হোক মাস্টারমশাইদের প্রতি,

—এরপর চারের পাতায়

এক ঝলকে NEP

উষসী

নোটবন্দি, জিডিপি, ধারা ৩৭০, এনআরসি, রাম মন্দির, কৃষি আইন, শ্রম আইন, এগুলি হল দেশের 'আম আদমি'দের নাকানিচোবানি খাওয়ানোর সরকারি মেনু কার্ডের নানান রেসিপির নাম। ছাত্রদের নাজেহাল করতে মোদি সরকারের স্পেশাল অফার NEP ২০২০। করোনা প্যানডেমিকে দেশের অগ্রগতির চাকা যখন ধুঁকতে ধুঁকতে একেবারে থেমে পিছোতে শুরু করেছে, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য কাঠামো মাজা ভেঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পড়ছে, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা যখন অকালে মরতে বসেছেন, তখন নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির ড্রাফ্টকে বিলে পরিণত করতে এত তাড়াহুড়ো কেন ছিল? সংসদে আলোচনা কিংবা ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা না করেই মোদি ও তাঁর ক্যাবিনেট নিজেদের খেয়ালে গণতন্ত্রকে বলি দিল NEP ২০২০ বিল পাস করিয়ে।

এই NEP ২০২০ বিলের দ্বারা একদিকে যেমন গোটা শিক্ষাকে বড়লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে দেওয়ার রাস্তা খুলে গেলো, তেমনই মানুষের বোধ জ্ঞান ভাবনা সবটাকেই একটি নির্দিষ্ট ট্র্যাকে চালনা করার রাস্তাও খুললো। ভারতের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-এর বৈশিষ্ট্যকে ছলে বলে কৌশলে অস্বীকার করা হল NEP ২০২০তে। ভারতের বৈচিত্র্যকে, ''নানা ভাষা নানা মত''কে দমিয়ে দিয়ে হিন্দিকরণ, ইতিহাসের নামে পুরান পরিয়ে ইতিহাসের হিন্দুকরণ, সংস্কৃতির নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবনার প্রতিষ্ঠা করে আসলে মোদি সরকার ঘুরপথে অথচ ভীষণ রকম প্রকটভাবে সাম্প্রদায়িকীকরণের ধারালো অস্ত্র বানাতে চাইছে NEP ২০২০কে। তাই একেবারে সজাগ ভাবেই ৬০ পাতার বিলে অনুল্লেখ্য থেকে গেল সংবিধানের সেকুলারিজম, ফেডেরালিজম, সোস্যালিজমের ধারণা, বাদ পড়ে গেল ধর্মীয় স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্বের কথা।

গোটা শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণ করতে চাওয়া আসলে ভাবনার কেন্দ্রীয়করণ করা। UGC– AICTE'র মতন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নয়, উচ্চশিক্ষাকে পরিচালনা করবে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান! দেশের সবকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটিমাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা! আবার গবেষণার উপরেও নজরদারি করার জন্য আসবে NRF! কেন? ভারত বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস কোনো কিছুই এক রকমের নয়। তাহলে এভাবে জোর করে গোটা শিক্ষা পরিকাঠামোকে এক ছকে ফেলা, এক ভাবনায় বাঁধা কি বিজ্ঞানসম্মত? নাকি NEP ২০২০কেই আরএসএস এর মতন হিন্দুত্ববাদী শক্তি তার হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের মতাদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার নতুন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সরকারি মদত পাচ্ছে?

NEP ২০২০ বিল এনে শিক্ষাব্যবস্থাকে খোলাবাজারে উন্মুক্ত করে দেওয়া, শিক্ষায় বেসরকারীকরণ করতে চাওয়া আসলে কাদের স্বার্থে তা নতুন করে বলে দিতে হয় না। যে দেশে শ্রমিকের কাজের নিরাপত্তা নেই, ন্যায্য মজুরি নেই, বেকারের সংখ্যা লাগামহীন বাড়ছে, মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে, সে দেশে লেখাপড়ার ডিজিটালাইজেশন? কারা পড়বে? শুধুই ওই হাতেগোনা ঘরের ছেলেমেয়ে যাদের সম্পদের ভাঁড়ার ফুলে ফেঁপে ঢোল হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকের ঘামের দাম না মিটিয়ে? দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরই পরিকাঠামো নেই ঠিক মতন, আবার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্রাঞ্চ' খুলবে! তাতে পড়বার সমান সুযোগ সব ছাত্রছাত্রী পাবে, না কি মাস্থলি ইনকাম দেখে তবেই পড়তে পাবে? এর ফলে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে যাবে। লেখাপড়ার সুযোগ আরও আরও বেশি সংকুচিত হবে। কলেজগুলোকে স্বাধীকার দেওয়ার নাম করে তার অর্থনৈতিক দায় এড়াতে চাইছে কেন্দ্রের সরকার। ফলে বাড়বে ফি, বাড়বে দুর্নীতি, কমবে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ছাত্র সংখ্যা। স্কুল-শিক্ষায় একেবারে অবৈজ্ঞানিক ৫+৩+৩+৪ ব্যবস্থা আনতে চাওয়া, ইউজি কোর্সকে চার বছরের করে দেওয়া, 'হাফ ডিগ্রী', 'ডিপ্লোমা' এসব সার্টিফিকেটের কথা বলে আসলে একটা বড় অংশের পড়ুয়াদের মাঝপথেই লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা সরকারি মদত পেল। কোনো বিষয়েই সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব না দেওয়া, ক্লাস সিক্স থেকেই ভোকেশনাল কোর্স করার সুযোগ দেওয়া কিংবা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাকাডেমিকস নামক জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা চালু করা আসলে সর্বদক্ষতাসম্পন্ন সস্তার শ্রমিক গড়ে তোলার একটা রাস্তা যা মানুষকে যুক্তিবাদী হয়ে সঠিকটা বিচার করতে শেখাবে না, প্রশ্ন করতে শেখাবে না। সামাজিক ভাবে শোষিত অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণের কথা বলা হল না NEP ২০২০-তে। ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা বিষয়ে GS CASH এর কথা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা ঘুণাক্ষরেও বলা হলো না এই NEP ২০২০-তে। বরং সার্বিকভাবে দেশের কোটি কোটি অর্থনৈতিক সামাজিকভাবে পেছনের সারির ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষার দরজা থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার ছক সাজানো হল এই ৬০ পাতার বিলের মাধ্যমে।

NEP-এর অনেক বিষয়ই এখানে আলোচনা করা হল না। সব থেকে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হল NEP-এর কালো সত্যিটা সব ছাত্রদের বোঝানো যেটা অনেকেই এখনও অবধি বুঝছে না। আমাদের বুঝতে হবে NEPকে। লড়তে হবে ছাত্রবিরোধী NEP বিলের বিরুদ্ধে। সারাদেশ যখন গর্জে উঠছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে; শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ, বেকার সকলে এক কাট্টা হয়ে লড়ছেন অবিচারের বিরুদ্ধে; তখন আমাদেরকেও লড়তে হবে লেখাপড়ার অধিকার বুঝে নিতে, কলমের অধিকার বুঝে নিতে। গর্জে উঠতে হবে আমাদের। একসাথে, একজোটে।

লেখিকা : স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

শ্রমিক মেলাপ্রাঙ্গণে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ জানুয়ারি : শ্রমিক মেলার নামে বেহিসাবি খরচের প্রতিবাদে শ্রমিক মেলাপ্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা। নির্মাণ শ্রমিকদের টাকা না দিয়ে মেলায় খরচ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলির ঠিকমতো অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে না। 'প্রচেষ্টা' প্রকল্প অনলাইনে করা হচ্ছে কিন্তু মানুষ পাচ্ছেন না। এসব নিয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। মেমারির নতুন বাসস্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত শ্রমিক মেলা প্রাঙ্গণেই বিক্ষোভ দেখান সি.আই.টি.ইউ অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকরা। ছিলেন সুকান্ত কোঙার, তাপস চ্যাটার্জী, অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী প্রমুখ।

ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত শিশু উদ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ জানুয়ারি : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আজ দুপুরে ভস্মীভূত হয়ে যায় কালনা পৌরসভার শিশু উদ্যান। কালনা শহরের যোগীপাড়াস্থিত 'পুরবিতান' নামক শিশু উদ্যানটি করোনা আবহে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ এদিন আগুন লাগালে কালনার দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি দমকল ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তা বিকল থাকার কারণে আগুন নেভানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ শুরু করলে আরেকটি ইঞ্জিনকে ঘটনাস্থলে এনে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু তখন একেবারেই ভস্মীভূত হয়ে যায় শিশু উদ্যানটি। এই উদ্যানটির ট্রয়ট্রেন, ম্যাজিক রুম ও মনোরঞ্জনের আনুষঙ্গিক সমস্ত যন্ত্রপাতি আগুনে ভস্মীভূত হয়। কী করে এই আগুন লাগলো তা জানা যায়নি বলে জানান পৌর প্রশাসক দেবপ্রসাদ বাগ। তিনি বলেন—আনুমানিক দশ থেকে বারো লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

মেমারিতে বস্তার গোডাউনে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ জানুয়ারি : মেমারি থানার নুদিপুর মোড় এলাকায় পুরনো চটের বস্তা সেলাই-এর গোডাউনে আগুন লাগে। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎপরতায় প্রায় ঘন্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু গোডাউনে বস্তাসামগ্রী আগুনে পুরে ছাই হয়ে যায়। যদিও কোনো হতাহতের খবর নেই, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক বলে জানান গোডাউন মালিক উজ্জ্বল সাহানি। দোকান মালিকের দাবি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দোকানের পিছনের দিক থেকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৫ জানুয়ারি : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ জানুয়ারি গভীর রাতে প্রয়াত হন সিপিআই(এম) সদস্য কেদার শেখ (৫৫)। পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির অন্তর্গত মাজিদা শাখার সদস্য কেদার শেখ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পূর্বস্থলী হাসপাতালে নিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবুরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে পরের দিন সকালে সেখানে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান বহু সিপিআই(এম) নেতা কর্মী ও অনুরাগীরা। শ্রদ্ধা জানান— পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, যুবনেতা বীরেশ্বর নন্দী, ঈদ মোহাম্মদ, শেখ খগেন বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রবীণ সিপিআই(এম) কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটি দপ্তরের কর্মী খগেন রায়ের (৬৯) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে পড়লে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। ৯ জানুয়ারি রাতে অবস্থার অবনতি হলে তাকে দুর্গাপুর ইএসআই হাসপাতলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মাঝপথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ ভোরে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। আজ বেলা দশটা নাগাদ ধাত্রীগ্রামস্থিত সিপিআই(এম)-এর এরিয়া কমিটির দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান- সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, সুকুল শিকদার, প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ, আলিম শেখ সহ অসংখ্য পার্টি নেতা-কর্মী সহ গুণগ্রাহীরা। শ্রদ্ধা জানানোর পর সেখান থেকে শোক মিছিল শুরু হয়। সমগ্র ধাত্রীগ্রাম বাজার পরিক্রমার পর গ্রামকালনা শ্মশান ঘাটে শোক মিছিল শেষে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি Kamaluddin Mondal S/o Lt. Sk Arsed Mondal গ্রাম-জামালপুর ইসলামপল্লী, পোঃ+থানা—জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান। আমার প্রকৃত নাম Kamaluddin Mondal S/o Lt. Arsed Mondal. কিছু নথিপত্রে আমার নাম Sk Kamaluddin Mondal S/o Lt. Sk. Arsed Mondal আছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার নাম সর্বত্র Kamaluddin Mondal S/o Lt. Arsed Mondal নামে পরিচিত হলাম। Kamaluddin Mondal S/o Lt. Sk Arsed Mondal এবং Sk Kamaluddin Mondal S/o Lt. Sk. Arsed Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

☐ আমি NABIKA BIBI স্বামী Lt. Arsed Mondal গ্রাম, পোঃ ও থানা-জামালপুর, জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারী পাবলিক, পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম NABIKA BIBI যা আমার আধারকার্ড এবং ভোটার কার্ড ও কিছু নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কিছু নথিপত্রে ভুলবশত NABIKA BIBI SK নামে নথিভুক্ত হয়েছে। NABIKA BIBI এবং NABIKA BIBI SK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ওডিসি নৃত্য উৎসবে বর্ধমানের শিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি : বর্ধমানের নৃত্যশিল্পীরা অংশ নিলেন ভুবনেশ্বর আন্তর্জাতিক ওডিসি ডান্স ফেস্টিভ্যালে। ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালীন ওডিসি নৃত্যোৎসবে অংশ নেন বর্ধমানের সঞ্জয় শ, সুচেতা সরকার, পানাগড়ের অনিশা মণ্ডল ও কাঁথির সঙ্ঘমিত্রা জানা। এঁরা ওডিসি নৃত্যের 'ফিরওয়ানি পল্লবী লাইফ মিউজিক'-এর মাধ্যমে দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবাদপ্রতিম নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্র ওডিসি ডান্স রিসার্চ সেন্টার এই আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেছিল। ২৬-৩০ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরের উৎকল রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাক্তন যুবনেতার অকাল প্রয়াণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : কালনা শহরের প্রাক্তন যুবনেতা অর্মতেন্দু বিশ্বাসের (৪১) অকাল প্রয়াণ ঘটেছে। দিন পাঁচেক আগে কালনা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে হঠাৎ দুপুরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালনা হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন আজ ভোরে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করোনা আক্রান্ত আশঙ্কায় মৃতদেহের লালারস সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মর্গে মৃতদেহ রাখা হয়েছে।

পবিত্র সরকার

—প্রথম পাতার পর

সভাপতি সাইদুল হক জানান বিদ্যাসাগরের বন্ধু অক্ষয় কুমার দত্তকে নিয়ে পূর্বস্থলীর চুপিতে অনুষ্ঠান করা হবে। সারা বছর বিদ্যাসাগরের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি নানান কর্মসূচি তুলে ধরেন।

সভাপতির ভাষণে জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য জানান জন্মের দুশো বছর পরেও আমরা যথার্থ উত্তরসুরি হতে পারিনি। যে আদর্শের জন্য, শিক্ষা বিস্তারের লড়াইয়ে প্রতিকূল অবস্থায় তিনি ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তা তখনকার বঙ্গসমাজ মেনে নেয়নি। এগিয়ে যাওয়া বঙ্গসমাজ যদি তাঁর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তবেই সার্থক হবে আজকের দিনটি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ হাজরা এবং সুদীপ্ত গুপ্ত।

সভাশেষে প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবেশ ঠাকুর ও শুভপ্রসাদ নন্দীমজুমদারের পরিচালনায় সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এখান থেকেই আওয়াজ ওঠে গুডশেড রোডকে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত রোড হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। উল্লেখ্য, জন্মের দ্বিশতবর্ষ পরেও বর্ধমান শহরে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত রাস্তা নেই।

—তিনের পাতার পর

এডুকেশন এবং ছাত্রসমাজ

মাস্টারমশাইরাও সেই তপোবনের তপস্যায় ছাত্রদের গড়ে তুলুক ইস্পাতসম। মাস্টারমশাইরা হোক সূর্য সেনের মতো। আর ছাত্ররা সেই গুরুর উপদেশে সমাজের জন্য যা কিছু অশুভ তার সাথে বুক চিতিয়ে লড়াই শিখুক। স্বনির্ভর হতে শিখুক। নিজেদের লড়াই নিজেরাই জিতুক।

লেখক : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন।

আনলক হোক ক্যাম্পাস

—দুয়ের পাতার পর

২৪০ টাকার বাইরে প্রায় সমস্ত সরকারি স্কুলগুলোতে নেওয়া হচ্ছে বর্ধিত ফি। সারা দেশজুড়ে চলছে লকডাউনের সাইড এফেক্ট হিসাবে লকডাউন এডুকেশন, অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে। পিজি টু কেজি সমস্ত ছাত্ররাই এই পরিস্থিতির শিকার। আর এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যই দেশজুড়ে প্রগতিশীল বামপন্থী ছাত্রসংগঠন এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে অবিলম্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের লকডাউনকে আনলক করতে হবে, খুলতে হবে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট, সঠিক স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা, ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। একই সাথে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালু করতে হবে শারীরিক উপস্থিতিতে নিয়মিত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা। একমাত্র কেরল সরকার ছাড়া কোনো রাজ্যসরকার ব্যাবস্থা করতে পারল না ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিশ্চিত পড়াশোনার। সারাদেশ জুড়ে ডিজিটাল ডিভাইডেশনের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের ডাকে শুরু হল আন্দোলন। একই সাথে প্যানডেমিকে ফি মকুবের দাবিতে আন্দোলন জারি থাকলো। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না মানলেও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের চাপেও অনলাইনে ক্লাস, পরীক্ষার বদলে বিকল্প মূল্যায়নের পথেই হাঁটলো। কিন্তু বৃহৎ অংশের ছাত্রসমাজ এক অপরিকল্পিত শিক্ষা-পরিকাঠামোর সাক্ষী থেকে জীবনের এক বড় সময়কে নষ্ট করল।

২৫ মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অন লাইনেখোলার দাবি থেকে সমস্ত ক্লাসরুমের দরজা খোলার দাবি জোটবদ্ধ হচ্ছে। বৃত্ত চওড়া হচ্ছে আন্দোলনের। আর একইসাথে এই লকডাউনের মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ধকারে রেখে ক্যাম্পাস বিক্রির আম্বানি -আদানি-মোদির চক্রান্তের যাঁতাকলে পড়ছে ছাত্ররা। যারা ক্যাম্পাসের পড়াশোনার ব্যবস্থাকে ৭৫ শতাংশ অনলাইন পড়াশোনার আঙ্গিনায় তুলে দিতে চায়, NEP -এর মাধ্যমে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু বড়লোকদের জন্য করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের আহ্বান উঠছে দেশজুড়ে। আর ক্যাম্পাসের অধিকারের লড়াইকে আরো মজবুত করতে আপামর ছাত্রসমাজ প্রস্তুত হচ্ছে দিকে দিকে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত সর্বজনীন শিক্ষার দাবিতে।

লেখক : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন। বর্তমানে এস.এফ.আই-এর পূর্ব বর্ধমানের জেলা সম্পাদক

করোনাক্রান্ত ভারতীয় কাজের বাজার

—দুয়ের পাতার পর

করা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে চাহিদা সৃষ্টির সহায়ক নীতি প্রনয়ন তথা প্রয়োগ ও নির্বাচিত ক্ষেত্রে (যথা-স্বাস্থ্য)আর্থিক সহায়তা প্রদান; ২) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সহায়তা প্রদান; ৩) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা; ৪) কাজের জায়গায় শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশিত করা; এবং ৫) সামাজের নানান স্তরে আলাপ আলোচনা চালু রাখা যাতে সামাজিক বিচারে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনর্গঠন নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ঋণদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যুবসমাজের জন্য সাময়িক কর্মের সুযোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকালীন উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। বলা বাহুল্য যে, চাহিদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান একটি নিতান্তই সাময়িক উপায়; দীর্ঘকালীন উপায় বলতে বাজার ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে টিকেথাকার উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা একান্ত জরুরি।

ভারতের ক্ষেত্রে এটি একটি যথেষ্ট চিন্তার বিষয়।২০২০ সালের বিশ্ব জ্ঞান সূচক (Global Knowledge Index) এদেশের পক্ষে খুব সুখকর খবর প্রদান করেনা। তাদের দেওয়া তথ্য এবং সেই সঙ্গে World Economic Forum-এর তৈরি করা Jobs of Tomorow 2020 report টি একসঙ্গে আগের সারণিতে দেখানো হল।

সামগ্রিক ভাবে ১৩৮ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৭৫। বিশ্বের গড় স্কোর যেখানে ৪৬.৭, সেখানে ভারতের স্কোর ৪৪.৪। উপরের সারণি থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে কিছু ক্ষেত্রে বিশ্ব গড়ের তুলনায় অবস্থা ভাল হলেও শিক্ষা ও গবেষণার হাল সামগ্রিক বিচারে খুবই সাধারণ। অন্যদিকে, আগামী দিনে নতুন চাকরির সুযোগ যে সমস্ত ক্ষেত্রে থাকবে তার প্রয়োজন অনুসারে মানব সম্পদ সৃষ্টির কাজ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি তার পক্ষে কতটা উপযোগী সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের অন্যতম শর্ত হল মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহার।মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র আর্থিক আনুদান দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানে নিতান্তই অনুপযুক্ত।

লেখক : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক

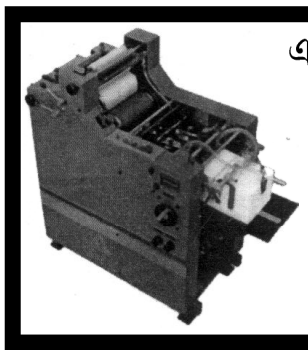

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

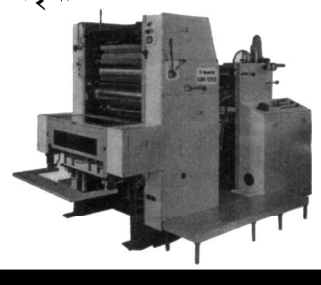

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা